অনিকেত

১৪২০

বৈকালিক

বৈকালিক-এর পত্রিকা

অনিকেত

১৪২০

সূচীপত্র

সুনিল স্মরণে ঃ

'নীরা' ভরণ	কৌস্তভ বরাট	৫

শুধু কবিতার জন্য ঃ

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৮
বিনা কথায়	শতরূপা ব্যানার্জী	১০
Nostalgia	অর্পা ঘোষ	১১
জয়বাবা "খুচরো' নাথ	সাহানা দাস	১২
অগোছালো	বোধিসত্ব দাস	১৩
সময়ের নাও	অর্পা ঘোষ	২১
শুধু তোমাকেই চাই	শিতাংশু শেখর চক্রবর্তী	২২
আমি নারী	আত্রেয়ী চ্যাটার্জী	২৩
আরও একটা শালিখের খোঁজে	কৌস্তভ বরাট	২৪
আমার যাত্রা সামনে	অর্পা ঘোষ	৩৩
সো অহম্	স্নেহাংশু পাল	৩৪
আমি ভালো ছেলে নই	রতন বর্মন	৩৬
ইচ্ছে—	সুদিপ কুমার ঘোষ	৪৩
কিছু একটা পচেছে	সৌম্য মাইতি	৪৪
লিখব বলে	অন্বেষা সেনগুপ্ত	৪৫

যুক্তি তক্ক গপ্প ঃ

স্টিফেন হকিং-এর সান্নিধ্যে একটি উপলব্ধি	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৬
গুলেটের ডায়েরী	ভল্লা	১৪
রহস্যটা ঠিক জমলো না, যাক্ গে.....	বিজিৎ	২৬
ইতিহাসের পাতা থেকে	সৌম্য মাইতি	৩৭
শাহবাগ স্কোয়ার আন্দোলন — একটি মূল্যায়ণ	ঋতব্রত দোবে	৪৭

হাতে রইল পেন্সিল ঃ	রীতা দাস মজুমদার	২৫

স্টিফেন হকিং-এর সান্নিধ্যে একটি উপলব্ধি

অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বহু দশক ধরে তাঁর বিজ্ঞান ও জীবন দিয়ে বিশ্বকে মোহিত করে রেখেছেন। তাঁর সাথে আমার আলাপ ও নিয়মিত সংযোগ আমি কেম্ব্রিজে গনভিল অ্যাণ্ড কীজ (Gonville and Caius) কলেজের ফেলো হবার পর। ওনার বাড়ীতে থাকবার সুবাদে প্রথম কথোপকথন। সমস্ত গল্প ও treasured moments সম্বন্ধে লিখবার পরিসর এখানে নেই। এই ছোট্ট নিবন্ধে শুধু একটি ঘটনার কথা বলব ভালো লিখবার বা বলবার একটি বিশেষ দিককে হাইলাইট করার উদ্দেশ্যে। পরে কখনো স্টিফেনের এবং আরো মহামানবদের সংস্পর্শে অন্যান্য অভিজ্ঞতার কথা লিখব, আর লেখার চেষ্টা করব কীভাবে ভালো লেখা যায় সেসম্বন্ধে আমি যে theory-র synthesis করেছি তার কথা, IIT-র ছাত্রছাত্রীদের যদি কাজে লাগে একথা ভেবে।

যে সময়ের গল্প তখন Caius কলেজ West Road- এ একটি ছাত্রাবাস বানাবার পরিকল্পনা করেছে। একটি বিখ্যাত architectural সংস্থা নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা নানারকম design করে আনেন; কলেজের গভর্নিং বডিতে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হয় ঃ— "এই বাড়ীটার কোনো character নেই", "aesthetics-এ গণ্ডগোল", ইত্যাদি। কয়েকজন ফেলো সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস করে architect-এর প্রতিটি ডিজাইনের সমস্যা ও খুঁত ধরায় পারদর্শী ছিলেন। architect ফিরে গিয়ে কিছুদিন বাদে আবার সংশোধিত ডিজাইন নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিলেন। ফেলোরা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। এমনিভাবেই চলছিল বহুকাল। স্টাডি করতেই কয়েকশো হাজার পাউণ্ড খরচ হয়ে গেল। এমনই এক মিটিং চলছিল একদিন। হঠাৎ কম্পিউটারের যান্ত্রিক কণ্ঠে স্টিফেন বলে উঠলেন, "Master, may I speak ?" মাস্টার পিটার গ্রে (কেমিষ্ট, FRS) অনুমতি দিতে কয়েকট মিনিটের নীরবতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি স্টিফেন তখন গভীর অভিনিবেশ সহকারে কম্পিউটারের ডিকশনারি থেকে একটি একটি করে শব্দ চয়ন করে সযত্নে তৈরী করছেন তার বক্তব্য। একটি মাত্র বাক্য। একটি বাক্য তৈরী করতেই যে দরকার অনেক অধ্যবসায় ও সময়। কিন্তু ওই একটি বাক্যই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবে heart of the matter ।স্টিফেন বললেন, "I think there should be half of that structure at one third cost"। শুধু বক্তব্যের পরিমিতিবোধ নয়, দিলেন quantitative precision। এই মোদ্দা কথাটাই অত বাক্যবিন্যাস করে অনেকে অনেক মিটিং ধরে বলতে চাইছিলেন। আশে পাশের বাড়ীর তুলনায় প্রস্তাবিত বাড়ীটি আকারে অসামঞ্জস্য

পূর্ণভাবে বড় ছিল এবং প্রস্তাবিত মূল্য ন্যায্য দরের থেকে বেশী ছিল। এটাই অধ্যাপক হকিং অত নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করলেন।

স্টিফেন হকিং-এর জীবন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করবার প্রেরণা দেয়। বহুদিন ওনার পাশে বসে দেখেছি কীভাবে একটি একটি শব্দ জড়ো করে একটি বাক্য তাঁকে বানাতে হয়। কখনো মনে হয়েছে হয়তো এই বাড়তি ঝামেলা তাঁকে যে কোনো ভাব concisely প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। A Brief History of Time-এর প্রথম সংস্করণে স্টিফেন নিজে লিখছিলেন, "Infact I can communicate better now than before I lost my voice" (Tracheastomy অপরেশনের ফলে তাঁর কথা বলবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়)। Adversity-কে opportunity- তে রূপান্তরিত করবার এ এক আশ্চর্য ও প্রেরণাময় কাহিনী।